সংবাদ সম্মেলনের বিবৃতি, ১১ মে ২০১৩

ইউরোপ ও আমেরিকার "নো রোল ব্যাক" শর্ত দারিদ্র নিয়ে ব্যবসা করার নির্লজ্জ প্রচেষ্টা

WTO চুক্তিতে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য মেধাস্বত্ব আইনের ছাড়ের মেয়াদ বাড়াতে হবে

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আজকের সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হবার জন্য আপনাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, আগামী জুন ২০১৩ জেনেভায় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ট্রিপস কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে মেধাস্বত্ব সুরক্ষা আইনের ব্যাপারে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর ভাগ্য নির্ধারিত হবে। তারই প্রাক্কালে আমরা নিম্নোক্ত সংগঠনসমূহ বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অবস্থান ও এ বিষয়ে আমাদের দাবি তুলে ধরার জন্য আজকের সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেছি।

১. স্বল্পোন্নত দেশগুলোর উন্নয়ন প্রচেষ্টায় যেভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে

আপনি কি কল্পনা করতে পারেন, ঢাকা শহরের রাস্তায় প্রয়োজনীয় বিদেশী বইটি আপনি এখন যে দামে পাচ্ছেন, তার বহুগুণ বেশি দাম দিয়ে বইটি আপনাকে কিনতে হচ্ছে? কম্পিউটারে যে সফওয়্যারটি এখন আপনি ফ্রি ব্যবহার করছেন তা আপনাকে ৫০০ ডলার দিয়ে কিনতে হচ্ছে? জীবন রক্ষাকারী বিদেশি দুর্লভ ঔষধ কিনতে বা হৃদযন্ত্রে পেসমেকার বসাতে এখন আপনি যা খরচ করছেন, তার অনেকগুণ বেশি মূল্য আপনাকে শোধ করতে হচ্ছে?

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তি অনুসারে ২০১৩ জুন পর্যন্ত স্বল্পোন্নত দেশগুলো বাণিজ্য সংক্রান্ত মেধাস্বত্ব আইন (ঞৎধফব জবষধঃবফ ওহঃবষষবপঃঁধষ চৎড়ঢ়বৎঃু জরমযঃং- ঞজওচঝ) বাস্তবায়ন করা থেকে মুক্ত আছে, যে কারণে এখনও আমাদের ঐ বাড়তি মূল্য দিতে হচ্ছে না। শুধু ঔষধের উপর স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য এই ছাড় ২০১৬ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

২০১২ নভেম্বরে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর পক্ষ থেকে আবেদন করা হয়, যতদিন পর্যন্ত এই দেশগুলো স্বল্পোন্নত অবস্থায় থাকবে, ততদিন পর্যন্ত এই আইনটি যাতে তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া না হয়। উল্লেখ্য, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ট্রিপস চুক্তির ৬৬ ধারায় স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য এই অধিকারের কথা উল্লেখ করা আছে। কিন্তু বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার স্বল্পোন্নত সদস্য দেশগুলোর জন্য এই ছাড় শেষ পর্যন্ত তুলে নেয়া হবে কি না, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে আগামী জুন ২০১৩ জেনেভায় অনুষ্ঠিতব্য ট্রিপস কাউন্সিলের সভায়।

২. উন্নত দেশগুলোর উন্নয়নের ইতিহাসে মেধাস্বত্ব আইনের কড়াকড়ির নজির নেই

আজকের উন্নত দেশগুলোর শিল্প বিপ্লবের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, সেসময় তারা ইচ্ছাকৃতভাবে মেধাস্বত্ব আইন †_‡K Zv‡`i wkí I ewYR¨‡K g³ †i‡L Zv‡K weKwkZ n‡Z w`‡q‡Qj| KviY G AvB‡bi Kvi‡Y স্থানীয় কোম্পানিগুলো প্রতিযোগিতায় টিকতে পারেনা এবং তাদের উদ্ভাবন বাধাগ্রস্ত হয়। তেমনিভাবে তাদের দেশের সাধারণ মানুষের জ্ঞান ও অন্যান্য উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের সহজলভ্যতাকেও এটি বাধাগ্রস্ত করে।

ইউরোপীয় সকল আবিষ্কার ও উদ্ভাবন থেকে এভাবে উপকৃত না হলে ব্রিটেনে শিল্প বিপ্লব সম্ভব হতো না। ১৮ শতকের শেষ পর্যায়ে ব্রিটেন মেধাস্বত্ব আইন নিয়ে কাজ করতে শুরু করে। সুইজারল্যান্ড তার কাপড় ও ঔষধ শিল্পকে বিকশিত হতে দেবার জন্য পরিকল্পিতভাবে ১৯ শতক পর্যন্ত মেধাস্বত্ব আইন থেকে মুক্ত রেখেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রায় ১০০ বছর ইংরেজ লেখকদের কপিরাইট দেয়নি এই যুক্তিতে যে, তাদের দেশের মানুষ যাতে স্বল্প মূল্যে জ্ঞান অর্জন করে সমৃদ্ধ হতে পারে। জাপান ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত তাদের খাদ্য, পানীয়, ঔষধ ও রাসায়নিক সামগ্রী পেটেন্ট বা মেধাস্বত্ব আইন থেকে মুক্ত রেখেছিল। জাপানে এমন একটি শিথিল পেটেন্ট বা মেধাস্বত্ব আইন ছিল যাতে স্থানীয় কোম্পানিগুলো বিদেশী সামগ্রী থেকে প্রযুক্তি ও কৌশল আত্মীকরণ (absorption) করতে পারে। তাইওয়ানে সরকারীভাবে বিদেশী নানা সামগ্রী দেদারসে নকল করতে উৎসাহ দেয়া হতো। ১৯৮৩ সাল থেকে আমেরিকার চাপে তারা এ ব্যাপারে একটু কড়াকড়ি করতে শুরু করেছে।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনামলে ১৯১১ সালে পেটেন্ট এন্ড ডিজাইন অ্যাক্ট পাশ হয়। ভারতের ঔষধ শিল্পে দেখা যায়, ঐ আইনের আওতায় থাকার কারণে ১৯৭০ পর্যন্ত বিকাশ লাভ করা ১০টি বড় ঔষধ কোম্পানির মধ্যে মাত্র ২টি ভারতীয় ছাড়া সবগুলোই বহুজাতিক কোম্পানি। ভারত ১৯৭০ সালে নতুন পেটেন্ট আইন পাশ করে, যেখানে খাদ্য, রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধকে পেটেন্টের আওতামুক্ত রেখে শুধু প্রক্রিয়াজাতকরণের ব্যাপারগুলোতে পেটেন্ট করতে বলা হয়। এর ফলস্বরূপ ১৯৯১ সালের মধ্যে দেখা যায়, শতকরা আশি ভাগ ঔষধ ও রাসায়নিক দ্রব্য দেশীয় কোম্পানির দখলে চলে এসেছে। আজকে সারা পৃথিবীতে কম দামী জেনেরিক ঔষধের বড় সরবরাহকারী হিসেবে ভারত উন্নত অনুন্নত সব দেশেই প্রাধান্য বিস্তার করেছে।

৩. সবাই মানতে চাইলেও, মানছে না ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও আমেরিকা। চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে "নো রোল ব্যাক" শর্ত

ইতিমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর এই দাবি অনেক উন্নত দেশ পর্যন্ত মানতে চাইলেও আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন তা মানতে চাইছে না। তারা বলছে, সময়সীমা সম্প্রসারণ করলেও তা শুধুমাত্র পরবর্তী ৫ বছর পর্যন্ত করা যেতে পারে, তাও "নো রোল ব্যাক" শর্তসাপেক্ষে। উলেস্নখ্য, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় একটা বিষয়ে তখনই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়,

যখন সবাই তাতে একমত হয়, যাকে বলা হয় Single Undertaking|

স্বল্পোন্নত সদস্য দেশগুলোর দাবি হচ্ছে, তারা যতদিন স্বল্পোন্নত অবস্থান থেকে উন্নত না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত এই ছাড় (TRIPS Waiver) বলবৎ থাকুক। উলেস্নখ্য, কোন দেশ উন্নত, কোন দেশ উন্নয়নশীল বা স্বল্পোন্নত– তা কয়েকটি নির্দিষ্ট সূচকের ভিত্তিতে জাতিসংঘ নির্ধারণ করে থাকে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ট্রিপস চুক্তির ৬.১ ধারায় স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে প্রয়োজন অনুযায়ী তারা যতদিন চাইবে ততদিন এ ধরনের সময়সীমা বৃদ্ধির অধিকার দেয়া হয়েছে। এ ধারায় বলা হয়েছে: (... "In view of the special needs and requirements of least developed country members, their economic, financial and administrative constraints, and their need for flexibility to create a viable technological base, such members shall not be required to apply the provisions of this agreement." ...)| কাজেই, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নীতি অনুসারেই, এটা কখনোই শর্তসাপেক্ষ হতে পারে না। একইভাবে, যে চেতনা থেকে ডবিস্নউটিও'র দোহা রাউন্ডে Special and Differentiated Treatment এর ব্যাপারে আলোচনা হয়, এটি সেই চেতনারও বিরোধী।

"নো রোল ব্যাক" শর্তের ব্যাখ্যা হচ্ছে, একবার চুক্তি স্বাক্ষর করার পর স্বল্পোন্নত দেশগুলো আর বলতে পারবে না যে, তারা চুক্তির কোনও একটি শর্ত বাদ দেবে বা বাস্তবায়ন করতে পারবেনা। তারা তখন সময় সম্প্রসারণের দাবিও আর জানাতে পারবেনা।

আমাদের এই বিবৃতির পক্ষে এ বিষয়ক আরো তিনটি তথ্যসমৃদ্ধ রচনা যুক্ত করে দেয়া হল, যেখানে এসব বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৪. বাংলাদেশে অবস্থানরত উন্নত দেশসমুহের, বিশেষ করে, আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের, মাননীয় রাষ্ট্রদুতগণের প্রতি আবেদন, আপনাদের রাজধানীতে আমাদের শঙ্কা ও দাবিসমুহ পৌঁছে দিন

ইতিমধ্যে স্বল্পোন্নত সদস্য দেশগুলোর দাবির পক্ষে পৃথিবীর শতাধিক বিশেষজ্ঞ ও বুদ্ধিজীবী আবেদন করেছেন। অক্সফামসহ বিশ্বের প্রায় সকল আই–এনজিও, এমনকি এড়ড়মষব, ণধষড়ড় 'র মত কিছু কোম্পানিও এই দাবির তাদের পক্ষে সমর্থন ব্যক্ত করেছে।

আমাদের দাবি, বাংলাদেশের মতো অনেক স্বল্পোন্নত দেশ উন্নত দেশগুলোর কঠিন জলবায়ু শোষনের শিকার। আমদানী ব্যয় মেটাতে এবং উন্নত দেশগুলোর ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে আমাদের প্রতি ১ ডলারে প্রায় ৩ ডলার শোধ করতে হচ্ছে। আমাদের দুর্বল কাঠামোর সুযোগ নিয়ে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো মুনাফা স্থানান্তরের (repatriation) মাধ্যমে কী পরিমাণ অর্থ আমাদের দেশ থেকে উন্নত দেশগুলোতে পাচার করে নিয়ে যায়, তা আমাদের অগোচরেই থেকে যাচ্ছে। আমাদের উপর 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা' হিসেবে আপনাদের বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর মুনাফা প্রবৃদ্ধি বা শোষণ বাড়াবেন না। আপনারা উন্নত দেশগুলো গত একশ বছরে যতটা সময় নিয়ে যেভাবে আপনাদের শিল্পের বিকাশ ঘটিয়েছেন ঠিক ততটা সময় আমাদের স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে দেবার জন্য মেধাস্বত্ব আইনের ছাড় প্রদান করুন। এটা আমাদের অধিকার।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা,

আমরা আশা করব, বাংলাদেশের গণমাধ্যমে আপনারা ব্যাপক প্রচারণা চালিয়ে বাংলাদেশের মানুষকে এই বিষয়ে জানতে এবং গণসচেতনতা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করবেন। আপনাদের মাধ্যমে সরকারের সংশিস্নষ্ট ব্যক্তিরাও এ বিষয়ে অবহিত হবেন এবং যথাযথ পদক্ষেপ নেবেন বলে আমরা আশা করি।

ইতি। বিনীত,

অঙ্গীকার, অগ্রগতি ও সুরক্ষা ফাউন্ডেশন, অনলাইন নলেজ সোসাইটি, ইক্যুইটিবিডি, এনসিসিবি, জাতীয় শ্রমিক জোট, ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র, ডেভেলপমেন্ট সিনার্জি ইনস্টিটিউট, প্রান, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন (৮টি সংগঠন), বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন, বিপনেট–সিসিবিডি, ভয়েস, সংশপ্তক, সিএসআরএল, সিডিপি, হিউম্যানিটি ওয়াচ
(বর্ণক্রমানুসারে)

cক্ষে, যোগাযোগ:
রেজাউল করিম চৌধুরী (০১৭১১৫২৯৭৯২), মোস্তফা কামাল আকন্দ (০১৭১১৪৫৫৫৯১), বরকত উল্লাহ মারুফ (০১৭১১২২২৯২২)
ইক্যুইটিবিডি সচিবালয়: বাড়ি ১৩, মেট্রো মেলডি, দ্বিতীয় তলা, সড়ক ২, শ্যামলী, ঢাকা ১২০৭।
ফোন: +৮৮–০২–৮১২৫১৮১, ৮১৫৪৬৭৩, ফ্যাক্স: +৮৮–০২–৯১২৯৩৯৫,
ইমেইল: info@equitybd.org, ওয়েব: www.equitybd.org